ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮৫৩
আগরতলা,২৮ সেপ্টেম্বর,২০১৯

শিক্ষাকে রোজগারের সাথে সমন্বিত করাই হল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যে কোন উন্নত রাজ্যের পরিচয় বহন করে তার সামগ্রিক শিক্ষা পরিকাঠামো। বর্তমান রাজ্য সরকারও ত্রিপুরায় গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ত্রিপুরা সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ, উপজাতি কল্যাণ, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের শিক্ষার মানোনয়ন্নের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে দেশের প্রথম সারিতে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষাকে রোজগারের সাথে সমন্বিত করাই হল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি শিক্ষা দপ্তরকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তিকে যুক্ত করে আগামীদিনে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত তথ্য অনলাইন প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমগ্র দেশের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য হবে যেখানে এ ধরণের ব্যবস্থা হতে চলেছে। এই ব্যবস্থার ফলে অভিভাবকরাও ঘরে বসে তাদের সন্তানদের খোঁজখবর নিতে পারবেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় নিরাপত্তার বিষয় যেমন সুনিশ্চিত থাকবে তেমনি গুণগত শিক্ষাও প্রসারিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমাসে বিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংকলিত প্রশ্নপত্রে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ষান্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এন সি ই আর টি সিলেবাস চালু করার বিষয়টি কঠিন ছিল। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর সেই সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সিলেবাস চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটবে তেমনি জাতীয়স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরাও সফল হতে পারবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি অগ্রগতি মিটিং-এ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যাতে দ্রুত প্রকাশ করা হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথাযথ সময় পায়। এছাড়া শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ৩ মার্চ শিক্ষক অভিভাবক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যা ত্রিপুরার বুকে এক ঐতিহাসিক দিন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এখন গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ করানো হয়। শিক্ষা দপ্তরের এসব ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে মাধ্যমিকে পাশের হার ৫ শতাংশ বেড়েছে। জনজাতি অঞ্চলে ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীর হার কমেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে এই সব ব্যবস্থাগুলি আগেও করা যেত কিন্তু পূর্বতন সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক

******২য় পাতায়

পরিকাঠামোগত উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষা, আইন, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তপশিলী জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলে-মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ২৬টি সংস্থায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এই স্লোগানকে সার্থক রূপ দিতে সকলকে সমভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ তাদেরকে স্বাবলম্বী করে না তুলতে পারলে রাজ্যের সঠিক বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের এস সি, এস টি, ও বি সি এবং মাইনোরিটি সম্প্রদায়ভুক্তদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি জানান, জনজাতিদের উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪২৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৪৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, তপশিলী জাতি, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দও বেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্যারামেডিকেল, বি এড, ডি এল এড, জি এন এম কোর্সে ভর্তি জন্য ২০১৭-১৮ সালে ৮২ জন, ২০১৮-১৯ সালে ১৪১ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ১০৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে স্পনসর করা হয়েছে। সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর থেকেও সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলির জন্য ২০১৭-১৮ সালে ২৩১ জন, ২০১৮-১৯ সালে ২৯০ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ৩২৭ জনকে স্পনসর করা হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে একই কোর্সের জন্য ২০১৭-১৮ সালে ৫৭ জন, ২০১৮-১৯ সালে ২৮৬ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ৩১১ জনকে স্পনসর করা হয়। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী দপ্তর থেকে একই কোর্সে ২০১৭-১৮ সালে ৩৪ জন, ২০১৮-১৯ সালে ১৪৪ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ২৩৬ জনকে স্পনসর করা হয়।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার উন্নয়নে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুণগত শিক্ষায় রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করা। তবেই রাজ্য থেকে সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে সাফল্যের হার আরও বৃদ্ধি পাবে। তখন রাজ্য থেকে বেশি সংখ্যায় আই এ এস বেরিয়ে আসবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্য সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা রয়েছে। রাজ্য সরকারও মানুষের প্রত্যাশা পূরণের দিশায় কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য নির্বাচিত ৯৮৩ জনকে স্পনসর করা হয়েছে। নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে পড়াশুনা করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান, প্রায় ২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রি এবং পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পেয়ে উপকৃত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এন ডার্লং। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব সহদেব দাস এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ।

******